# রেলপথ মন্ত্রণালয়

## ১.০ ভূমিকা

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বাংলাদেশ রেলওয়েকে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক ও যুগোপযোগী গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রেল পরিবহন চাহিদা মেটাতে বর্তমান সরকার ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করে। নিরাপদ, স্বল্প খরচ, তুলনামূলক কম পরিবেশ দূষণ ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কম হওয়ায় রেলওয়ে অধিক জনপ্রিয় পরিবহন মাধ্যম। বর্তমানে রেলওয়ে জনসাধারনের পরিবহন চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু অতীতে রেলওয়ের উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশের রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াতে সময় সাশ্রয় হবে, পরিবহন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলওয়ে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। ইতোমধ্যে নতুন রেল লাইন নির্মাণ, পুরাতন রেল লাইন পুনর্বাসন, মিটারগেজ লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন, সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নুতন ট্রেন সার্ভিস চালুসহ বেশ কিছু সাফল্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অধিকতর জনবান্ধব পরিবহন মাধ্যম হিসেবে প্রতিভাত করেছে। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিষেবার মানোন্নয়নকে ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প: ২০২১-২০৪১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক বাজেট প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই-২০১৬ থেকে জুন-২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার, নতুন লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, পুরনো লোকোমোটিভ ও ওয়াগন পুনর্বাসন, রেললাইন সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন, রেলস্টেশন সংস্কার ও আধুনিকায়ণ, লেভেলক্রসিং গেইটসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন, কম্পিউটার বেইজড সিগনালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নতুন ট্রেন সার্ভিস প্রভৃতি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩০১৮.৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়েকে ৪টি জোন এবং ৮টি বিভাগে উন্নীত করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ৪০টি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। এসব উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, অভ্যন্তরীণ রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হবে এবং আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠা হবে।

**১.২ Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** Allocation of business অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় নারীবান্ধব রেলওয়ে ও রেলপরিষেবা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে দপ্তরে

কর্মরত নারীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, দিবাযত্ন কেন্দ্র, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রেলওয়ের অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরা হচ্ছে। এছাড়া রোলিংস্টক সংগ্রহ ও পুনর্বাসন তথা ওয়ার্কসপ, ক্যারেজ ডিপো, লোকোসেডে মেরামত কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীদের ট্রেনে নিরবিঘ্নে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া, নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও পৃথক টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থাকরণ, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন ও ঘরে বসেই অনলাইনে ই-টিকেট বুকিং এর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

## ২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মানবসত্তার মর্যাদা ও মানবাধিকার নিশ্চয়তার বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(৩), ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩),২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২), ৬৫(৩), ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য সমান সুযোগ ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তার বিধান উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের উপর্যুক্ত বিধানসমূহকে সমুন্নত রেখে রেলপথ মন্ত্রণালয় নারীবান্ধব রেলওয়ে ও রেল পরিষেবা প্রতিষ্ঠার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে এবং তাদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করছে। এছাড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ১৯.১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইঞ্জিন চালিত পাবলিক যানবাহনে নারীদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষণের যে নীতি ঘোষিত হয়েছে তার আলোকে ভবিষ্যতে সকল রুটের ট্রেনে নারীদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষিত রাখার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত নীতির ২৩.১১ নং ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে এর দপ্তরে কর্মরত নারীদের পৃথক পৃথক রেস্টরুমসহ বিভিন্ন সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত রেলওয়ে অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের নারী-পুরুষ সকলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্ম সৃজন এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উক্ত কৌশলগত নীতির আলোকে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব নীতি-কৌশল প্রণয়ন, প্রধান কার্যক্রম এবং অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে রেলওয়ের অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ সহজীকরণ, নিরাপদ ও আরামদায়ক রেল ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও মহিলাসহ সকলের জন্য সহজলভ্য সেবা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

## ৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

- **দক্ষ, কার্যকর, নিরাপদ রেলপরিবহন ও মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ:** দক্ষ ও নিরাপদ রেল সেবা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে সাধারণ জনগণের অংশ হিসেবে নারীরাও বিভিন্নভাবে সুবিধা ভোগ করছে। দক্ষ ও নিরাপদ রেলসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে নারী যাত্রীদের জন্য উন্নত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ যাত্রী ও পরিবহন পরিষেবার প্রবর্তন, যেমন- নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক

রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থাকরণ, ঘরে বসেই অনলাইনে ই-টিকেট বুকিং এর সুযোগ সৃষ্টি, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে নারীদের দ্বারা ট্রেনে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন অনেকগুণ বেড়েছে। যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজ, সুলভ ও নিরাপদ হওয়ায় উদ্যোক্তা ও শ্রমিক- উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে যা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

- **আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক রেলপরিবহন সেবা সম্প্রসারণ:** রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে নারীরা সহজে ও নিরাপদে ট্রেন ব্যবহার করে চলাচল করতে পারবেন যা নারীদের সরকারি সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ্রাপ্তি, অবাধ যাতায়াতে সহায়তা করবে। নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে যা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- **ট্রান্সএশীয় রেল যোগাযোগ চালু করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সুদৃঢ়করণ:** রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত চতুর্থ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে যা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

## ৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/ কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

- **নিরাপদ রেল পরিবহন ও মানসম্পন্ন সেবা:** বাংলাদেশ রেলওয়ে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থাকরণ, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন, ঘরে বসেই অনলাইনে ই-টিকেট বুকিং এর সুযোগ সৃষ্টি, সিসি ক্যামেরা স্থাপন, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে নারীদের ট্রেনে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন অনেকগুণ বেড়েছে। যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজ, সুলভ ও নিরাপদ হওয়ায় উদ্যোক্তা ও শ্রমিক- উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে যা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। রেলওয়ের সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে নারী যাত্রীদের সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে।

- **রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন:** বর্তমানে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ রুটে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া, তুরাগ এক্সপ্রেস এবং টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষণ রাখা হচ্ছে। ফলে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে নারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে প্রশাসনিক, আর্থিক, তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলে নারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণও এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণের ফলে নারী শ্রমিকরা নিজ এলাকার বাইরেও কাজের সংস্থান করতে পারছেন। বর্তমানে ট্রেন পরিচালনা, ওয়ার্কশপসমুহের কারিগরি কাজসহ বিভিন্ন প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত কাজে নারীগণের সম্পৃক্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

### ৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ :

(কোটি টাকায়)

| বিবরণ | বাজেট ২০২২-২৩ | | | সংশোধিত ২০২১-২২ | | | বাজেট ২০২১-২২ | | | প্রকৃত ২০২০-২১ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাজেট | নারীর হিস্যা | | সংশোধিত | নারীর হিস্যা | | বাজেট | নারীর হিস্যা | | প্রকৃত | নারীর হিস্যা | |
| | | নারী | শতকরা হার | | নারী | শতকরা হার | | নারী | শতকরা হার | | নারী | শতকরা হার |
| মোট বাজেট | ৬৭৮০৬৪ | ২২৯৮১৬ | ৩৩.৮৯ | ৫৯৩৫০০ | ২০৩৭৫১ | ৩৪.৩৩ | ৬০৩৬৮১ | ১৯৮৫৮৭ | ৩২.৯ | ৪৬০১৬০ | ১৫১৩৭৪ | ৩২.৯ |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ১৮৮৫১.৭ | ১২৮৭০.৭ | ৬৮.২৭ | ১৬৩৫১ | ১১১৭০.৬ | ৬৮.৩২ | ১৭৪৮৬.৪ | ১১৪৭২.২ | ৬৫.৬১ | ৬০৩৯.০২ | ৮১৪০.৯৯ | ১৩৪.৮১ |
| উন্নয়ন বাজেট | ১৪৯২৮.৭ | ১২৮৫৯.১ | ৮৬.১৪ | ১২৫৭৫.৯ | ১১১৪৫.৪ | ৮৮.৬২ | ১৩৫৫৮.১ | ১১৪৭১.৪ | ৮৪.৬১ | ৯০৬২.৬২ | ৮১৪১.২৩ | ৮৯.৮৩ |
| পরিচালন বাজেট | ৩৯২৩.০৪ | ১১.৫৬ | ০.২৯ | ৩৭৭৫.০৫ | ২৫.২৬ | ০.৬৭ | ৩৯২৮.২১ | ০.৮৪ | ০.০২ | -৩০২৩.৬ | -০.২৪ | ০ |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

## ৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

### ৬.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র নিম্নোক্ত ছক আকারে উল্লেখ করা হলো :

| মেয়াদ/সময় | বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি | অগ্রগতি |
|---|---|---|
| **স্বল্পমেয়াদি (১-২বছর)** | ১. প্রতিটি স্টেশনে এবং ট্রেনে শিশু এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা। | ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এবং আন্তঃনগর ট্রেনে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| **স্বল্পমেয়াদী (৩-৫বছর)** | ১. ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে লোকাল ট্রেন তুরাগ এক্সপ্রেস এবং আখাউড়া-ঢাকা সেকশনে চলাচলরত লোকাল ট্রেন তিতাস এক্সপ্রেসে মহিলা যাত্রীদের জন্য আলাদা কোচ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | তুরাগ এক্সপ্রেস এবং টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের জন্য আলাদা কোচ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। |
| | ২. নারী যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে স্টেশনগুলোতে পর্যাপ্ত মহিলা নিরাপত্তা কর্মীর ব্যবস্থা রাখা। | নারী যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে স্টেশনগুলোতে ট্রেনেচালক, টিকেটচেকার ও বুকিং সহকারীসহ মহিলা নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। |
| | ৩. প্রতিটি স্টেশন এবং ট্রেনের শিশু ও নারী যাত্রীদের জন্য পর্যায়ক্রমে নিরাপদ পানীয় জল ব্যবস্থাকরণ। | গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় স্টেশনে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেশনেও চালু করা হবে। |
| | ৪. দপ্তরসমূহে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষসহ নামাজের কক্ষ স্থাপন। | রেলভবন, ঢাকা এবং সিআরবি, চট্টগ্রামে পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ ও একটি নামাজ কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| **দীর্ঘমেয়াদী (৫+ বছর)** | ১. ক্রমান্বয়ে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা। | গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় বড় স্টেশনে মহিলা টিকিট কাউন্টার চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেশনেও চালু করা হবে। |
| | ২. ধীরে ধীরে প্রতিটি রেল স্টেশনে মহিলাদের জন্য আধুনিক সুবিধাসহ ওয়েটিং রুম এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা। | গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় বড় স্টেশনে চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেশনেও চালু করা হবে। |

**৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোচনা :**

- দক্ষ ও নিরাপদ রেলসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে নারী যাত্রীদের জন্য উন্নত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ যাত্রী ও পরিবহন পরিষেবার প্রবর্তন, যেমন- নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থাকরণ, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন, ঘরে বসেই অনলাইনে ই-টিকেট বুকিং এর সুযোগ সৃষ্টিসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত দু'টি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে সুবিধাভোগী হিসেবে নারীরাও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুফল পাচ্ছে। সাধারণ প্রশাসন হতে শুরু করে বিশেষায়িত ও কারিগরি দায়িত্বসহ শ্রমঘন ও সেবামূলক সকল ধরনের কাজে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

**৬.৩ নারী উন্নয়নে গ্রহীত কোন প্রকল্প/কর্মসূচি Impact evaluation/IMED evaluation/project completion report এর পর্যবেক্ষণ :** বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে নারী উন্নয়নে সরাসরি কোন প্রকল্প/কার্যক্রম গৃহীত না হলেও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ তথা অবকাঠামো নির্মাণ, রোলিং স্টক সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্নবাসন কাজে নারীদের অংশগ্রহণের ফলে নারীরা ও প্ররোক্ষ ও প্রত্যেক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

**৬.৪** রেল যোগাযোগ নারী বান্ধবকরণের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে নারী পর্যবেক্ষণ কর্মীদের নিয়োজিত করা হচ্ছে। এছাড়াও নারীরা ট্রেন পরিচালনায় লোকোমাস্টার হিসেবে কাজ করছেন। তাছাড়া প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে নারীদের জন্য আলাদা ওয়েটিংরুম ও টয়লেট করা হয়েছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে চলাচলরত লোকাল ট্রেনে, তুরাগ এক্সপ্রেস এবং টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকা স্টেশনে (কমলাপুর স্টেশন) সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে মহিলা যাত্রীদের সুবিধার্থে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় স্টেশনে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার ও টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ই-টিকিটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টানেটের মাধ্যমে টিকিট প্রাপ্তি এবং ট্রেনের তথ্যাদি জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে নারীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার রাখা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নারী যাত্রীরা অধিকতর নিরাপদবোধ করে এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে রেলপথকে প্রাধান্য দেয়। যাত্রীদের আরামদায়ক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েটিং রুমে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, বাতি ও পাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এছাড়াও ট্রেনে চালক, টিকেট চেকার ও বুকিং সহকারী হিসেবে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি সংখ্যক নারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তাদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারে কর্মরত নারী বুকিং সহকারীদের ইতোমধ্যেই অনলাইন টিকেটিং ও অন্যান্য সেবাদানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

**৬.৫** নারীর জীবন যাপনের মান উন্নয়নে এবং ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাফল্যের কেস-স্টাডি হিসেবে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পভুক্ত "দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের

নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ" এবং "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" কার্যক্রমে উপকারভোগী হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ বিবিধ সুবিধাদি প্রদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে :

(১) প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের রিসেটেলমেন্ট সুবিধা প্রদানকালে দরিদ্র পরিবার প্রধান মহিলা হলে অতিরিক্ত ১০,০০০.০০ টাকা অনুদান দেয়া হচ্ছে।

(২) Income and Livelihood Restoration Program-এর আওতায় জীবিকা প্রশিক্ষণ প্রদানকালে দরিদ্র পরিবার প্রধান মহিলা হলে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

(৩) Grievance Redress Committee তে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

(৪) স্টেশন ডিজাইনে মহিলাদের জন্য পৃথক টিকেট কাউন্টার, পৃথক ওয়েটিং রুম/স্থান, পৃথক টয়লেট, নামাজের স্থান, বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য স্থান এবং বাচ্চাদের ডায়পার বদলের সুবিধা রাখা হয়েছে।

## ৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশ রেলওয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি সেবামূলক পরিবহন ব্যবস্থা। এই সেবা প্রদানে দিন-রাত্রি ২৪ ঘন্টা ট্রেন পরিচালনা করতে হয়। ফলে ষ্টেশন মাষ্টার, লোকোমাষ্টার, টিটিই, গার্ডগণকে রাত্রি বেলায়ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাত্রি বেলা দায়িত্ব পালনে নারী কর্মচারী নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। ফলে এসব কাজে নারীদের আগ্রহ কম থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলপথ পুনর্বাসন, কারখানা, লোকোসেড, ক্যারেজ ডিপোতে ভারী মেরামত কাজসমূহ নারীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং বিধায় এসব কাজে নারীরা নিরুৎসাহ বোধ করেন।

## ৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

**স্বল্প মেয়াদী (১-২ বছর):**

১. প্রতিটি স্টেশনে এবং ট্রেনে শিশু এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা;

২. নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

**মধ্য মেয়াদী (৩-৫ বছর):**

১. চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রুটে মহিলাদের জন্য আলাদা কোচ বা আসন সংরক্ষণ চালু করা;

২. প্রতিটি স্টেশন এবং ট্রেনের শিশু ও নারী যাত্রীদের জন্য পর্যায়ক্রমে নিরাপদ পানীয় জল ব্যবস্থাকরণ;

৩. নারী যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে স্টেশনগুলোতে পর্যাপ্ত মহিলা নিরাপত্তা কর্মীর ব্যবস্থা রাখা;

৪. দপ্তরসমূহে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষসহ নামাজের কক্ষ স্থাপন।

**দীর্ঘ মেয়াদী (৫+ বছর):**

১. ক্রমান্বয়ে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা;

২. ক্রমান্বয়ে প্রতিটি রেল স্টেশনে মহিলাদের জন্য আধুনিক সুবিধাসহ ওয়েটিং রুম এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা;

৩. প্রতিটি যাত্রীবাহী ট্রেনে চাহিদানুযায়ী নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

৪. চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সকল রুটে মহিলাদের জন্য আলাদা কোচ বা আসন সংরক্ষণ চালু করা;